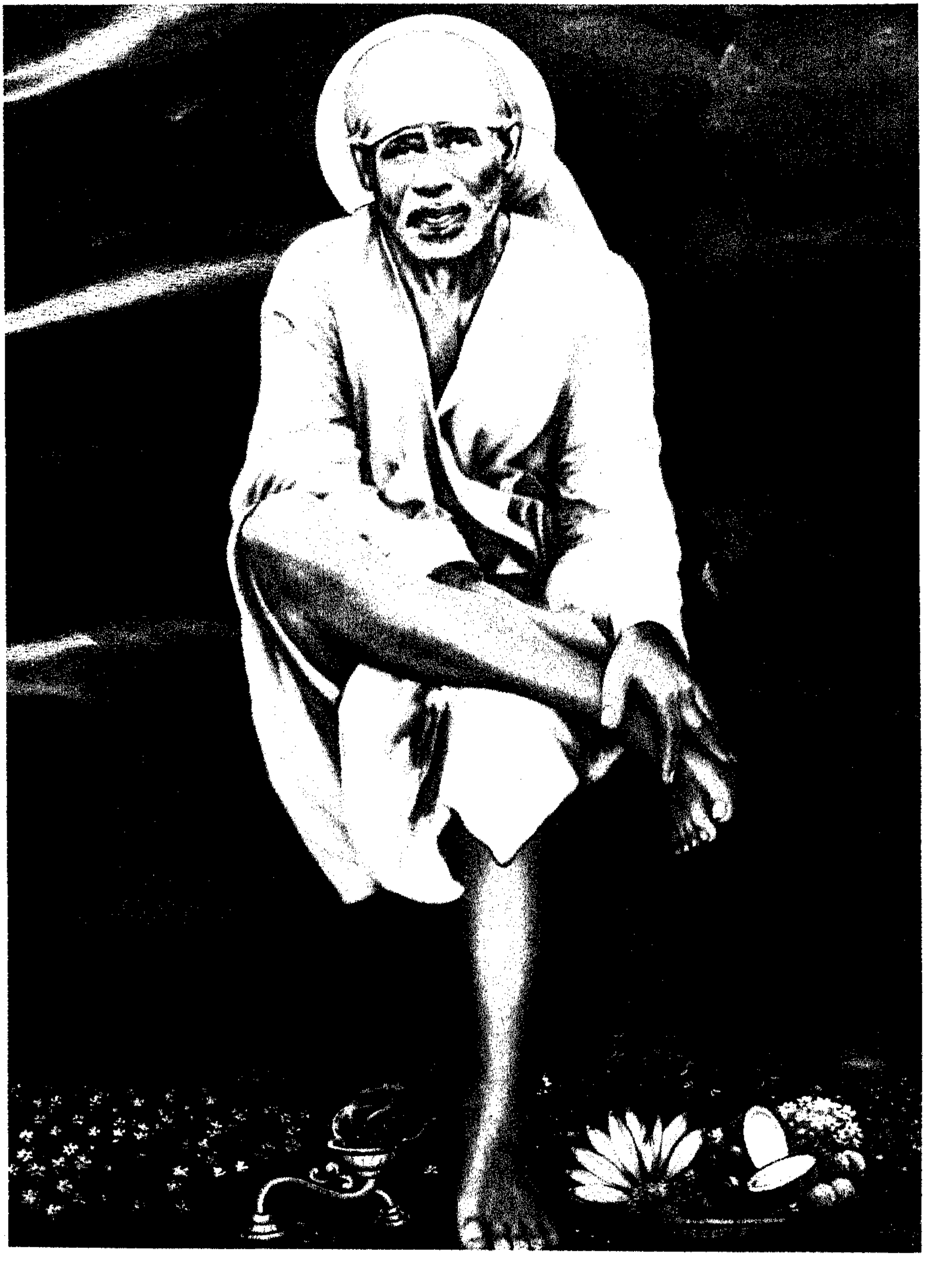

অধ্যায় - ৪৮

সদ্‌গুরুর লক্ষণ, ভক্তদের আপদ নিবারণ - ১) শ্রী শেওড়ে ২) শ্রী সপ্টণেকর ও শ্রীমতী সপ্টণেকর ৩) সন্ততি দান।

অধ্যায়টি শুরু করার আগে কেউ হেমাডপন্তকে প্রশ্ন করে যে শ্রী সাইবাবা গুরু ছিলেন না সদ্‌গুরু। এর উত্তরে হেমাডপন্ত সদ্‌গুরুর ব্যাখ্যা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন-

সদগুরুর লক্ষণ ঃ-

যে বেদ বেদান্ত এবং ছটি শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করে, ব্রহ্মবিষয়ক মধুর ব্যাখ্যা দিতে পারে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে সহজে ধ্যান মুদ্রায় বসে মন্ত্রোপদেশ দেয়, নিশ্চিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করার আদেশ দিয়ে কেবল নিজের বাক্‌চাতুর্য্যের সাহায্যে জীবনের লক্ষ্যের দর্শন করায় এবং যে নিজে আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করেনি, সে সদ্‌গুরু নয়। বরং যিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে লৌকিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি ঔদাসীন্য উৎপন্ন করে আমাদের আত্মানুভূতির রসাস্বাদন করান এবং যিনি নিজের ভক্তদের কার্যকরী ও প্রত্যক্ষ (আত্মানুভূতি) করিয়ে দেন, তাঁকেই সদ্‌গুরু বলা হয়। যার নিজেই আত্মজ্ঞান হয় নি শিষ্যদের তা দেবেন কি করে? সদ্‌গুরু স্বপ্নেও নিজের শিষ্যদের কাছে কোন সেবা লাভ আশা করেন না, বরং স্বয়ং ওদের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তিনি এও কখনো মনে করেন না যে আমি একজন মহান লোক এবং আমার শিষ্য তুচ্ছ। তিনি শিষ্যকে নিজের ন্যায় (বা ব্রহ্মস্বরূপ) মনে করেন। সদ্‌গুরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর হৃদয়ে সর্বদা পরম শান্তি বিদ্যমান থাকে। তিনি কখনো অস্থির বা ব্যাকুল হন না এবং তাঁর নিজের জ্ঞানের বিষয়ে লেশমাত্র গর্ব রাখেন না। তাঁর কাছে রাজা-কাঙ্গাল, ছোট-বড় সব সমান।

হেমাডপন্ত বলেন- "আমার গত জন্মের সঞ্চিত পূণ্যফলেই শ্রী সাইবাবা মত সদ্‌গুরুর দর্শন ও তাঁর কৃপা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। বাবা নিজের যুবাবস্থায় ছিলিম ছাড়া কিছু সংগ্রহ করেন নি। তাঁর কোন ছেলে-পিলে, বন্ধু, ঘর সংসার বা অন্য কোন সহায় ছিল না। ১৮ বছর বয়স থেকেই তাঁর মনোনিগ্রহ বড়ই বিলক্ষণ ছিল। তিনি নির্ভয়ে নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং সর্বদা আত্মমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল- "**আমি সর্বদা ভক্তের অধীন।**" তিনি যখন বেঁচে ছিলেন সেই সময় ভক্তদের যে রকম অভিজ্ঞতা দিয়েছিলেন, মহাসমাধির পর আজও তাঁর প্রতি

অনুরক্ত ভক্তরা সে অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকেন। ভক্তদের শুধু নিজেদের হৃদয়ে প্রদীপটিতে ভক্তি-প্রেমের সল্‌তে জ্বালাতে হবে। জ্ঞান-জ্যোতি (আত্মসাক্ষাৎকার) নিজেই প্রকাশিত হয়ে উঠবে। **প্রেমের অভাবে শুষ্ক জ্ঞান বৃথা। এমন জ্ঞান কারো জন্যই লাভপ্রদ হয় না।** তাই আমাদের প্রেম অসীম এবং অটুট হওয়া উচিত। প্রেমের কীর্তির গুণগান কেই বা করতে পারে? তার তুলনায় সমস্ত বস্তু তুচ্ছ মনে হয়। প্রেমাঙ্কুর উদয় হতেই ভক্তি ও বৈরাগ্য, শান্তি এবং কল্যাণরূপী সম্পত্তি সহজেই প্রাপ্ত হয়। ঐকান্তিক ইচ্ছে না হলে কোন ভাবেই প্রেম লাভ হওয়া সম্ভব নয়। তাই যেখানে **ব্যাকুল ভাব ও প্রেম আছে সেখানে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত হন। ভাবেই প্রেম অন্তর্নিহিত থাকে এবং সেটাই মোক্ষ প্রদান করে।** চালাকি করেও যদি কেউ কোন খাঁটি সন্তের কাছে গিয়ে তাঁর চরণ ধরে নেয় তাহলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত উদ্ধার পাবে। এমনি একটি ঘটনা নীচে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী শেওড়ে ঃ-

আক্কালকোটের (সোলাপুর জিলা) শ্রী সপ্টণেকর তখন আইনের ছাত্র। একদিন ওঁর এক সহপাঠী শ্রী শেওড়ের সাথে দেখা হয়। অন্যান্য বিদ্যার্থীরাও সেখানে ছিল এবং কার কতটা পড়াশুনা এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তরে বোঝা যায় যে সব চেয়ে কম অধ্যয়ন শ্রী শেওড়ে করেছিলেন এবং পরীক্ষায় বসার মত প্রস্তুতিও তাঁর ছিল না। সবাই মিলে ওঁকে বিদ্রুপ করে। কিন্তু শেওড়ে বলেন- "যদিও আমার অধ্যয়ন অপূর্ণ, তবুও আমি পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হব। আমার সাইবাবাই সবাইকে সফলতা দেন।" শ্রী সপ্টণেকর এই কথা শুনে খুব অবাক হন এবং উনি শ্রী শেওড়েকে জিজ্ঞাসা করেন- "এই সাইবাবা কে, যার তুমি এত প্রশংসা করছ?" শ্রী শেওড়ে উত্তর দেন যে- "তিনি এক ফকির এবং শিরডীতে একটি মস্‌জিদে থাকেন। তিনি এক মহান পুরুষ। অনেক সাধু-সন্তই আছেন। কিন্তু তার তুলনা নেই। যতক্ষন পূর্বজন্মের পূণ্য সঞ্চিত না হয় ততক্ষন তাঁর দর্শন হওয়া দুর্লভ। আমি তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করি। তাঁর শ্রীমুখ থেকে যে কথা বেরোয় সেটা কখনো মিথ্যে হয় না। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছেন যে আমি পরের বছর ঠিক পাশ করবো। আমারও এই বিশ্বাস যে আমি তাঁর কৃপায় পরীক্ষায় নিশ্চয়ই সফলতা পাব।" শ্রী সপ্টণেকরের বন্ধুর এইরূপ বিশ্বাস দেখে হাসি পায়। বন্ধুর সাথে-সাথে উনি শ্রী সাইবাবারও উপহাস করেন।

শ্রী সপ্টণেকর ঃ-

শ্রী সপ্টণেকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আক্কালকোটেই থাকতেন এবং সেখানেই ওকালতি শুরু করেন। দশবছর পর ১৯১৩ সালে ওঁর একমাত্র পুত্রের গলার রোগে মৃত্যু হয়। তাই ওঁর মন প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে ওঠে। মানসিক শান্তির খোঁজে উনি পন্ঢরপুর, গাণগাঙ্গাপুর এবং অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু ওঁর মনের আশান্তি দূর হয় না। উনি বেদান্তের পাঠও শ্রবণ করেন- তাতেও কোন লাভ হয় না। হঠাৎ ওঁর শ্রী শেওড়ের শ্রী সাইবাবার প্রতি বিশ্বাসের কথা মনে পড়ে এবং উনি স্থির করেন যে- উনিও শিরডী গিয়ে শ্রী সাইবাবার দর্শন করবেন। ছোট ভাই পণ্ডিতরাওকে নিয়ে উনি শিরডী আসেন। বাবার দর্শন করে ওঁর খুবই আনন্দ হয়। বাবার কাছে গিয়ে প্রণাম করে শুদ্ধ মনে একটা শ্রীফল অর্পণ করতে যাবেন, এমন সময় বাবা রেগে ওঠে বলেন- "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" শ্রী সপ্টণেকরের মাথা নত হয়ে যায় এবং উনি একটু সরে পেছনে গিয়ে বসেন। কি ভাবে বাবার কাছে যাওয়া সম্ভব- সে বিষয়ে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইতেন। কেউ একজন ওঁকে বালাশিম্পীর কাছে যেতে বলে। শ্রী সপ্টণেকর তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। তখন ওঁরা দুজনে বাবার একটা ছবি কিনে মস্‌জিদে আসেন। বালাশিম্পী নিজের হাতের ছবিটা বাবাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন- "এটা কার ছবি?" বাবা সপ্টণেকরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- "এটা তো আমার বন্ধুর।" এই বলে তিনি হাসতে আরম্ভ করেন। বালাশিম্পী ইঙ্গিত করাতে শ্রী সপ্টণেকর যেই বাবাকে প্রণাম করতে যান অমনি বাবা আবার চেঁচিয়ে বলেন- "বাইরে যাও।" শ্রী সপ্টণেকর বুঝে উঠতে পারছিলেন না কি করলে ভালো হয়।। তখন ওঁরা দুজনে বাবার সামনে গিয়ে বসেন কিন্তু বাবা ওঁদের তক্ষুনি চলে যেতে আদেশ দেন। ওঁরা খুবই নিরাশ হন। তাঁর আদেশ কেই বা অবহেলা করতে পারত? অবশেষে শ্রী সপ্টণেকর খিন্ন হৃদয়ে শিরড়ী থেকে ফিরে যান। উনি মনে-মনে প্রার্থনা করেন- "হে সাই! আমি আপনার কাছে দয়ার ভিক্ষে চাইছি। এতটা ভরসা দিন যে ভবিষ্যতে কখনো না কখনো আপনার শ্রী দর্শনের অনুমতি আমি অবশ্যই পাব।"

শ্রীমতি সপ্টণেকর ঃ-

এক বছর কেটে যায়, তাও ওঁর মন শান্ত হয় না। গাণগাঙ্গাপুর গিয়ে ওঁর মনের অশান্তি আরো বেড়ে যায়। তারপর উনি মাঢগ্রাম বিশ্রাম করতে যান এবং সেখান থেকে কাশী যাবেন স্থির করেন। রওনা হওয়ার দুদিন আগে ওঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখেন যে উনি একটা কলসী নিয়ে কূয়াতে জল ভরতে যাচ্ছেন। সেখানে নিম গাছের নীচে

একটি ফকির বসে আছেন। ফকির ওঁর কাছে এসে বলেন- "খুকুমণি, তুমি মিছিমিছি কেন কষ্ট করছ? দাও আমি তোমার কলসীতে পরিষ্কার জল ভরে দিচ্ছি।" ফকিরের ভয়ে উনি খালি কলসী নিয়ে ফিরে আসেন। ফকিরও ওর পেছন-পেছন ধাওয়া করতেই ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং চোখ খুলে উঠে বসেন। এই স্বপ্নের কথা উনি নিজের স্বামীকে জানান। এটা একটা শুভ লক্ষণ মনে করে দুজনে শিরডী যাওয়া স্থির করেন। এবার যখন ওঁরা মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছন তখন বাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি লেন্ডী বাগানে গিয়েছিলেন। ওঁরা ওখানেই বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন বাবা ফিরে আসেন তখন তাঁকে দেখে শ্রীমতি সপ্টণেকর খুবই অবাক হয়ে যান। স্বপ্নে দেখা ফকির হুবহু বাবার মতই দেখতে ছিল। উনি বাবাকে প্রণাম করে সেখানে বসে-বসেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর বিনম্র স্বভাব দেখে বাবা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। নিজের পদ্ধতি অনুসারে উনি এক তৃতীয় ব্যক্তিকে একটা গল্প শোনাতে শুরু করেন- "আমার হাতে, পেটে, কোমরে এবং সারা শরীরে অনেক দিন ধরে ব্যথা হচ্ছিল। আমি অনেক চিকিৎসা করাই কিন্তু কোন লাভ হয় না। ওষুধ খেয়ে-খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এখন আমার খুব আশ্চর্য্য লাগছে যে আমার সব ব্যথা হঠাৎই চলে গেছে।" যদিও কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু এই গল্পটি শ্রীমতি সপ্টণেকরের নিজের। ওঁর ব্যথাই দূর হয়ে গিয়েছিল এবং উনি তাতে খুবই খুশী হন।

সন্ততি দান ঃ-

শ্রী সপ্টণেকর দর্শন করার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু বাবার ঐ এক অভ্যর্থনা- "বেরিয়ে যাও।" এবার উনি অনেক ধৈর্য্যশীল ও নম্র হয়ে এসেছিলেন। ওঁর মনে হয় যে গত কর্মের জন্যই বাবা ওনার উপর অপ্রসন্ন হয়েছেন। উনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন স্থির করেন। বাবার সাথে একান্তে দেখা করে নিজের গত কর্মের জন্য ক্ষমা চাইবেন এবং করলেনও তাই। বাবার চরণে মাথা রাখলেন এবং তখন বাবা ওঁকে আশীর্বাদ করেন। শ্রী সপ্টণেকর বাবার পা টিপতে বসেছেন। এমন সময় একটি রাখাল মেয়ে এসে বাবার কোমর টিপতে আরম্ভ করে। তখন বাবা তাদের একটা বেনের গল্প বলতে শুরু করেন। যখন তিনি ওঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন এবং ওঁর একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কথা বলেন তখন শ্রী সপ্টণেকরের খুব অবাক লাগে। উনি অবাক হয়ে ভাবেন যে বাবা ওঁর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার বিষয় কি করে জানেন? উনি সহজেই বুঝতে পারেন যে বাবা অন্তর্যামী এবং সবার হৃদয়ের সব রহস্য তিনি জানেন। এই কথা ওর মনে আসতেই, বাবাও এদিকে মেয়েটির সাথে কথা বলতে-বলতে সপ্টণেকরের

দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- "এই ভদ্রলোকটি আমায় দোষ দিচ্ছেন যে আমি এর ছেলেকে মেরে ফেলেছি। আমি কি লোকেদের সন্তানদের প্রাণ নিই? তাহলে এই মহাশয় মস্‌জিদে এসে চেঁচামেচি কেন করছেন? এবার আমি একটা কাজ করব। সেই ছেলেটিকে আবার ওঁর স্ত্রীয়ের গর্ভে এনে দেব।" এই বলে বাবা নিজের অভয়হস্ত সপ্টণেকরের মাথায় রাখেন এবং ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- **"এই চরণ অতি পুরাতন ও পবিত্র। চিন্তামুক্ত হয়ে আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখলে তোমার অভীষ্ট শীঘ্রই পূর্ণ হবে।** শ্রী সপ্টণেকরের হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। চোখের জলে বাবার চরণ ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। পূজোর সামগ্রী ঠিক করে নৈবেদ্য ইত্যাদি নিয়ে উনি সপত্নীক মস্‌জিদে যান। এই ভাবে উনি নিত্য নৈবেদ্য অর্পণ করতেন এবং বাবার কাছ থেকে প্রসাদও পেতেন। মস্‌জিদে অসম্ভব ভীড় থাকা সত্ত্বেও উনি সেখানে গিয়ে বার-বার বাবাকে প্রণাম করতেন। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগতে দেখে বাবা বলেন- **"প্রেম ও বিনয়ের সঙ্গে একটা নমস্কারই করলেই যথেষ্ট।"** সেই রাত্রেই ওঁর চাওড়ী উৎসব দেখার সৌভাগ্য হয় এবং বাবা ওঁকে পান্ডুরঙ্গের রূপে দর্শন দেন। পরের দিন রওনা হওয়ার জন্য ব্যবস্থা করার সময় ওঁর মনে হয়- "প্রথমে বাবাকে একটা টাকা দক্ষিণা দেব। যদি তিনি আরেক টাকা চান তাহলে মানা না করে আরেক টাকাও অর্পণ করব। তাও যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট টাকা বাঁচবে।" মস্‌জিদে গিয়ে বাবাকে এক টাকা দক্ষিণা দিতেই ওঁর মনের ইচ্ছে জেনে বাবা আরো এক টাকা চান। শ্রী সপ্টণেকর সেটা সহর্ষে দিতেই বাবা ওঁকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন- "এই নারকেলটি নিয়ে যাও এবং তোমার বৌয়ের কোলে রেখো। নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও।" শ্রী সপ্টণেকর তাই করেন। এক বছর পর ওঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। আট মাসের শিশুকে নিয়ে ঐ দম্পতি আবার শিরডী আসেন এবং বাবার চরণে শিশুটিকে রেখে এইরূপ প্রার্থণা করেন- "হে শ্রী সাইনাথ! আপনার ঋণ আমরা কিভাবে শোধ করতে পারব, জানি না। আপনার শ্রীচরণে আমরা বারম্বার প্রণাম জানাই। আমরা অসহায় ও অনাশ্রিত। আশীর্বাদ করুন প্রভু, যেন আপনার চরণকমলই আমাদের আশ্রয় হয়। উঠতে-বসতে, শুতে-জাগতে নানা রকম চিন্তা-ভাবনায় আমাদের মন অস্থির হয়ে ওঠে। আপনার ভজনেই যেন আমাদের মন মগ্ন হয়ে যায় এইরূপ আশীর্বাদ দিন।"

ঐ ছেলেটির নাম 'মুরলীধর' রাখা হয়। পরে তাঁদের আরো দুটি পুত্র (ভাস্কর ও দিনকর) হয়েছিল। সপ্টণেকর দম্পতি এই ভাবে উপলব্ধি করেন যে বাবার কথা কখনো অসত্য হয় না, অপরিপূর্ণ থাকে না।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।